মেহেরপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের আয়োজনে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আলা-আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক (অব:) মো: আব্দুল মজিদ এবং সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনিছুর রহমান, কবি বাশরী মোহন দাস, কবি আবুল হাসেম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী ফৌজিয়া আফরোজ তুলি ও আসাদুল ইসলাম খোকন। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু।

কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, বাশরী মোহন দাস, নুর আলম, এস. এম. এ. মান্নান, মোমিনুল হক, লিয়াকত আলী, শফিকুর রহমান সেন্টু, ফিরোজা খাতুন, দিলারা জাহান, লিয়াকত হোসেন, বদরুদ্দোজা বিশ্বাস, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ।

মেহেরপুরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম।

বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙালির জীবনধারায় তার অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি আজও বাঙালির চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে।

আলোচনা সভা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর, শাকির আহমেদসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি-তে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে কুঠিবাড়ির মূলমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য আফজাল হোসেন, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক তৌহিদ-বিন-হাসান, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, “রবীন্দ্র কুঠিবাড়িকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ বিষয়ে সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ চলছে। কুঠিবাড়ি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য অংশ।”
তিনি আরও বলেন, “প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানগুলোকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। শিলাইদহ কুঠিবাড়িও সেই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।”
তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য একে অপরে পরিপূরক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্য, অসাধারন। বাংলা সাহিত্যের সব কটি ধারা তার লেখনীতে সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই একটি নিজস্ব অধ্যায় রয়েছে। যে অধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে এক মহান উচ্চতা। রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, বাঙালির কবি। তারও অধিক তিনি ছিলেন বিশ্বচরাচরের কবি ; বিশ্বকবি। পরে বিশ্বকবি রচিত জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। তিনদিনব্যাপী এই আয়োজনকে ঘিরে কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। দেশ-বিদেশ

থেকে আগত রবীন্দ্রপ্রেমী, সংস্কৃতিকর্মী ও দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ উৎসবে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রসংগীত, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশনা ও আলোচনা সভা। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের শিল্পীরা এতে অংশ নিচ্ছেন।
উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পুরো এলাকা জুড়ে দায়িত্ব পালন করছেন।
উল্লেখ্য, জমিদারি দেখাশোনার জন্য ১৮৯১ সালে প্রথম শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপর বারবার তিনি এই কুঠিবাড়িতে ফিরে আসেন। পদ্মা নদীর পাড়ঘেঁষা নিভৃত এই পরিবেশে বসেই তিনি রচনা করেন অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্যকর্ম। এখানকার অনুপ্রেরণায় রচিত গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি এখানে বসেই রচনা করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতসহ বহু অমর সৃষ্টি। আজও কুঠিবাড়িতে সংরক্ষিত রয়েছে কবিগুরুর ব্যবহৃত নানা স্মৃতিচিহ্ন।

মেহেরপুরে ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের ২৭১তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির জনক Samuel Hahnemann-এর ২৭১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ডা.মুন্সী মোজাম্মেল হক, সঞ্চালনা করেন ডা.মো: সাহারুল ইসলাম অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুররআন তেলাওয়াত করেন ডা.মোঃ শহিদুল ইসলাম। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে মুল পর্ব শুরু হয় এ সময় অতিথিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কল্যাণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক ডা.মো:আবুল কাশেম এছাড়াও বক্তব্য

রাখেন ডা.মোঃ মফিজুল ইসলাম ডা.মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাত, ডা.এ এইচ এম মান্নান, ডা.মোঃ খসরু আলম, ডা.মো: এম আর আলম, ডা.মো: হায়দার আলী, ডা.মোঃ মুন্সী এ এইচ এম রাশেদুল হক।

হ্যানিম্যানের জীবন, কর্ম ও মানবকল্যাণে তাঁর অবদানের উপর আলোকপাত করেন। বক্তারা বলেন, ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ১৭৫৫ সালের ১০ এপ্রিল জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতির সূচনা করেন। তাঁর উদ্ভাবিত “Similia Similibus Curentur” নীতির মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে, যা আজও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

আলোচনায় আরও উল্লেখ করা হয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি নিরাপদ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত এবং তুলনামূলকভাবে ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে এই চিকিৎসা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বক্তারা হ্যানিম্যানের আদর্শ অনুসরণ করে রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানান এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে আরও বিস্তৃত ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক, শিক্ষার্থী ও হোমিওপ্যাথি অনুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে ক্রীড়া দিবস উদযাপন

ক্রীড়া হলে পেশা পরিবার পাবে ভরসা, এবং গড়বো ক্রীড়ায় সেতুবন্ধন, করবো বাধা দূরীকরণ; এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উদযাপিত হয়েছে|

জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আজ সোমবার সকালে

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়| পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনে কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

এতে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক হাসান, জেলা ক্রীড়া অফিসার আমানুল্লাহ আহমেদ, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুজ্জামান ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, রেফারি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন|

খেলাধুলা তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনধারায় গড়ে তোলে এবং তাদের বিপথগামিতা থেকে দূরে রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ক্রীড়ার বিকাশে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন|

মুজিবনগরে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন

মুজিবনগরে র্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-সদস্যা এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মিলনমেলা বসে।

রজত জয়ন্তী উদযাপনের শুরুতেই শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালি শেষে শুরু হয় আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান।

গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এবং আতিয়ার রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভার শুরুতেই বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানের অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আলোচনা সভার শেষে বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দকেও বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বিকেলে রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা উদযাপন

আজ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানালোকের প্রতীক হিসেবে পূজিত।

যদিও সরস্বতী বৈদিক দেবী, তবে সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি মূলত আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকেরা সরস্বতী-সদৃশ দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ঝিনাইদহের চাকলা পাড়া প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পূজা উপলক্ষে সকাল থেকেই পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপস্থিতি দেখা যায়। পূজার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনাসভা ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়, যেখানে দেবী সরস্বতীর মহিমা ও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজসহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উপলক্ষে পূজা ও ‘বাণী অর্চনা’ অনুষ্ঠিত হয়।

“আরো আলো আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো” এই উক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার দেবীর কাছে জ্ঞান ও আলোর প্রার্থনা জানান।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার তাড়ি ও দোয়াত-কলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা বিংশ

শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ‘সরস্বতী’ শব্দের অর্থ জনবতী বা নদী অনেক পণ্ডিতের মতে দেবী সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে তিনি জ্ঞান ও চেতনার দেবী হিসেবে পূজিত হন। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়, যা বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী নামেও পরিচিত।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে সরস্বতী পূজার উদ্বোধন করেন, কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুপালি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী পল্লবী কুন্ডু, ঐতিহ্য সাকারি ও অনিন্দিতা সরকার।

জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী পূজা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন সম্পন্ন হয়।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এসএ টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে এসএ টিভির ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল কুমার সাহা, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু ঝিনাইদহ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান, এসএ টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, সেন্ট্রাল কেবল নেটওয়ার্কের পরিচালক ইসাহাক আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর’র স্টাফ রিপোর্টার সাদ্দাম হোসেন। বক্তারা দেশের প্রথম শ্রেণির স্যাটেলাইট টেলিভিশন এসএ টিভির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন। আলোচনা সভা শেষে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

কোটচাঁদপুর ব্লাডব্যাংকের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ব্লাডব্যাংকের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন কমিটি ঘোষণা ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৩টার সময় উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে সাবেক সভাপতি মাস্টার মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি আব্দুল আলিমের সঞ্চালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইছাহক আলী, পরিচালক ও হরিণদিয়া আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক ওমর ফারুক, সরকারি কলেজের প্রভাষক রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল হোসেন, সভাপতি মিলন আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদক মেহেদী হাসানসহ সংগঠনের কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। তাই অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলে রক্তের প্রয়োজন দেখা দিলে রোগীর পরিবারের লোকজন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন সময় রক্ত পেলে রোগীর বেঁচে থাকার নতুন দিশা তৈরি হয়।

এ সময় সবাইকে রক্তদান করতে এবং অন্যদের রক্তদানে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান বক্তারা।

অনুষ্ঠানে কোটচাঁদপুর ব্লাডব্যাংকের থিম সং ভিডিওচিত্রের

মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় এবং প্রোগ্রাম শেষে ব্লাডব্যাংকে বিশেষ অবদান রাখায় সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।